মর্গ্যান থাও এবং বাস্তববাদী তত্ত্ব

By

Bijan Chatterjee

Department of Political Scienc

Saltora Netaji Centenary College

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষেত্রে যে তত্ত্বগুলি প্রচলিত আছে তার মধ্যে সর্বকালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি হল বাস্তববাদী তত্ত্ব। বাস্তববাদী তত্ত্বের তাত্ত্বিক প্রেরণা হল কৌটিল্য, ম্যাকিয়াভেলি এবং হবসের দর্শন। পরবর্তীকালে রাসেল মার্টিন রাইট, বাটারফিল্ড, শোয়ার্জেন বার্জার, জর্জ কেনান, স্পাইক ম্যান প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তির আলোচনায় এই তত্ত্বের বৈধতা ও সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তববাদ এর প্রধান প্রবক্তা হিসাবে H.J.Morgen thou. তিনি তার ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Politics among Nations' গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিষয়বস্তু এবং প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেন। তার অন্য গ্রন্থ 'Democratic Politics' গ্রন্থেও বাস্তববাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। মর্গেন্থাও এর বাস্তববাদী তত্ত্বকে রাজনীতির ক্ষমতা কেন্দ্রিক বিশ্লেষনের সমার্থক রূপে গণ্য করা হয়। এই তথ্যটি অভিজ্ঞতাবাদী (empirical)।

মর্গেন্থাও এর বাস্তববাদের ছ'টি নীতি

প্রথম নীতি

রাজনীতিক বাস্তববাদ মনে করে যে সমাজের মতো রাজনীতিও কতগুলি বস্তুগত আইনের দ্বারা পরিচালিত আর এই আইন গুলির উৎস হল মনুষ্য প্রকৃতি। বাস্তববাদ অনুসারে মানুষের প্রকৃতি প্রধানত অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি কখনো পরিবর্তিত হয় না। এইসব বৈশিষ্ট্য গুলি হল স্বার্থপরতা, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি। মর্গেনথাও-এর মতে বস্তুগত আইনের ভিত্তিতে সমাজ বিকাশ ও পরিচালন সম্পর্কে একটি যুক্তিসংগত এবং তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। নানা কারণে ব্যক্তির কাছে মূল্যবোধ ও আদর্শের থেকে বাস্তব পরিস্থিতি ও বস্তুগত প্রয়োজন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দেওয়ার কথা সে কখনো ভাববে না। সে গুরুত্বের বিচার একটিকে অগ্রাধিকার দেয়, অন্যটিকে দেয় না। অর্থাৎ সে হিসাব করে সুদৃঢ় ভবিষ্যতের আদর্শকে অনুসরণ করলে কি পরিমান লাভ বা ক্ষতি হতে পারে।

দ্বিতীয় নীতি

দ্বিতীয় নীতির মধ্যে মর্গ্যান থাও রাজনীতিক বাস্তববাদকে জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষিতে দেখতে বলেছেন। আবার এটা বাস্তব যে ক্ষমতা ছাড়া জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করা সম্ভব নয়। সুতরাং জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে গেলে ধর্ম, নৈতিকতা, আদর্শ প্রভৃতি অরাজনৈতিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিলে চলবে না। দেখতে হবে যাতে এই অরাজনৈতিক বিষয়গুলি যেন জাতীয় স্বার্থ পূরণের ক্ষেত্রে কোনরকম বাধার সৃষ্টি না করে। মর্গেনথাও- এর মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তববাদী তত্ত্বকে উদ্দেশ্য এবং মতাদর্শগত অগ্রাধিকার এর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। বিদেশনীতি নির্ধারণ করার সময় বাস্তব পরিস্থিতি বারংবার বিচার করা প্রয়োজন। কোন একজন রাজনীতিবিদের উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারে কিন্তু তার সেই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা বিচার করা প্রয়োজন। অর্থাৎ মর্গেনথাও এক্ষেত্রে প্রধান বক্তব্য হলো যে কোন রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দেবে।

তৃতীয় নীতি

মর্গ্যানথাও জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন যে স্বার্থ একেবারে রাজনীতির গোড়ার কথা। স্বার্থের ধারণার মধ্যে রাজনীতির নির্যাস নিহিত। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও স্বার্থ যে রাজনীতির প্রকৃত নিয়ামক এ ধারণার কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থ সব সময় রাজনীতি ও বিদেশনীতির চালিকাশক্তির রূপে কাজ করে। স্বার্থের ধারণা সময় ও স্থানের পরিবর্তনের ফলেও অপরিবর্তিত থাকে তবে যে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যে বৈদেশিক নীতি প্রণীত হয় তার ওপর স্বার্থের ধরন-ধারণ নির্ভর করে ক্ষমতার ক্ষেত্রও একই ধারণা প্রযোজ্য। ক্ষমতার বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগের পদ্ধতি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

চতুর্থ নীতি

রাজনীতিক বাস্তববাদ মানে এই নয় যে রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে নৈতিকতা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। রাজনীতিক বাস্তবতা রাজনৈতিক কার্যাবলীর নৈতিক গুরুত্ব স্বীকার করে। রাজনীতিক বাস্তবতা অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সর্বজনীন নৈতিক ধারনাকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তবে কোন নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে নৈতিক ধারনার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। রাজনীতিক বাস্তবতা বিচক্ষনতা বা দূরদর্শিতাকে রাজনীতির সর্বোৎকৃষ্ট গুন রুপে গন্য করে।

পঞ্চম নীতি

সর্বজনীন নৈতিক ধারণা গুলি কখনোই রাষ্ট্রের আচার-আচরণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নির্দেশক হতে পারে না। রাষ্ট্রগুলি যখন কোন সর্বজনীন নীতির কথা ব্যক্ত করে তখন তারা আসলে তাদের বিশেষ বিশেষ জাতীয় নীতি কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়াসী হয় বাস্তবে রাষ্ট্রগুলি তাদের আচার-আচরণকে বৈধতা ও মর্যাদা প্রদানের জন্য নীতির ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ করে।

ষষ্ঠ নীতি

রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত পরিষ্কার। বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় রূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্র যে একটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীকার সম্পন্ন ক্ষেত্র এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং এখানে রাষ্ট্রের আচার-আচরনের সুনির্দিষ্ট নিরিখ বা মানদণ্ড এবং পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। এভাবে রাজনৈতিক বাস্তবতা তত্ত্ব আসলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগতকে একটি বিষয় তথা চিন্তন রূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

সমালোচনা

১) বাস্তববাদ এর মতে কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এজন্যই তারা শক্তি সঞ্চয় করে হাফ ম্যানের মতে এই ধারণা শক্তি তত্ত্বের একত্ববাদী তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে কিন্তু শক্তির এই একত্ববাদ তত্ত্বের সাহায্যে রাজনীতি ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং ক্ষমতাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন না করে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সেই কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো উচিত

২) মর্গ্যানথার মতে রাষ্ট্রগুলি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নৈতিকতা আদর্শ মূল্যবোধ প্রভৃতিকে মেনে নিলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা করেনা কিন্তু যে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেবে জাতি ক্ষেত্র মূল্যবোধকে সমান গুরুত্ব দেবে বলেই আশা করা যেতে পারে। অন্য তাহলে বিশ্ব সমাজে নিন্দিত হবে।

৩)মানুষের চরিত্র কখনো একমুখী নয়। অনেক সময় পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনুষ্য চরিত্র গঠিত হয়। স্বার্থ অর্জন ও সংরক্ষণের বাসনা মনুষ্য চরিত্রের একটি সংকীর্ণ দিক কিন্তু তার চরিত্রের উদার দিক ও আছে।

৪) সব রাষ্ট্র শক্তি রাজনীতি ও জাতীয় স্বার্থের ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয় না। অনেক রাষ্ট্র জাতীয় ঐতিহ্য ও মতাদর্শকে গুরুত্ব দেয়।

৫) এই তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি বা একক হল রাষ্ট্র। কিন্তু জাতি রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য আরো অনেক শক্তি বা কারক আছে যেগুলি বা যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।

৬) বাস্তববাদ অনুসারে যুক্তিগ্রাহ্যতার উপর রচিত হয় পররাষ্ট্রনীতি। অথচ বাস্তবতা বা বাস্তব পরিবেশের অন্তর্গত সকল উপাদানই যে সর্বদা যুক্তিগ্রাহ্য হবে এমন কোন অনুমান করা উচিত নয়।

উপহার

উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা ক্ষেত্রে একটা আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মর্মবস্তু হল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিশ্বজনীন নৈতিকতা বলে কিছু নেই, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতিটি রাষ্ট্র নৈতিকতার আড়ালে জাতীয় স্বার্থ পূরণে সচেষ্ট থাকে, জাতীয় স্বার্থ মেনে রাষ্ট্র যে নীতি নির্ধারণ করে সেটাই যুক্তিযুক্ত-বাস্তবাদীদের এইসব বক্তব্য সমসাময়িককালের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ধন্যবাদ